Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 1014 - 1021
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হাইডেগারের দর্শনে যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সঙ্গে মৃত্যু ও কালিকতার ধারণার সম্বন্ধ নিরূপণ

সন্তু ঘোষ
গবেষক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : santughoshdaspur@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Being, Existence, Fallenness, Dasein, Authentic, Facticity, Time, Inauthentic, Death.

Abstract

Martin Heidegger stands out as one of the greatest philosophers in the contemporary period. Martin Heidegger's 1927 publication, Sein und Zeit (translated as Being and Time, 1962), can plausibly be considered the most influential philosophical text of the twentieth century. Heidegger's philosophy develops through what is most characteristic in his style as well as in his subject matter—the repetition/revision that also characterizes the work of deconstruction. The entity which in Sein und Zeit anticipates the end of its existence and is thus capable of freely taking over its own being, now belongs together with being on the basis of an unfolding that withholds itself. In each case the relationship between Dasein and being eludes the conceptualizations that dominate metaphysics. Heidegger invented various terminologies in his existential analysis of human existence. The human existence posited for him two possible modes of existence: authentic and inauthentic modes of existence. In authentic existence, man fully attained consciousness of the self which leads to self-realization and eventual self-actualization and fulfilment. On the contrary, inauthentic existence cripples an individual person within the ambiance of "they" and the individual's ownmost potentiality-for-being remains in the "they". Being in the world is one of the constituent elements of 'dasein'. Care as the totality of the mode of man's existence in the world comprises three aspects, namely: Existentiality, Facticity and Fallenness. Inextricably relation with concept of being-in-the-world is the concept of temporality. In the context of the analytical article, authentic and inauthentic existence in relation with the concept of death and temporality in Heidegger's philosophy.

Discussion

দর্শনের ইতিহাসের আদিযুগ থেকেই অস্তিত্ব ও সারধর্ম এই দুটি শব্দ ও ধারণা নিয়ে দার্শনিকরা অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে আসছেন। দর্শনের ইতিহাসে তাই দেখা যায় কখনো অস্তিত্বের প্রাধান্য, আবার কখনো বা সারধর্মের প্রাধান্য। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো বস্তু যা তাই হয়েছে, অন্যরকম হয়নি, তাকেই সেই বস্তুর সারধর্ম বলা হয়। কোন বস্তুর সারসত্তা হল তাই যা কিছু মূল বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত, এবং যা সেই বস্তুটিকে সেই বস্তুরূপেই উপস্থাপন করে, অন্যভাবে নয়। এই সারধর্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য। প্লেটো থেকে শুরু করে সকল ভাববাদী দার্শনিকই সারধর্মকে দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন বা মুখ্য বলেছেন, এবং অস্তিত্বকে তুলনামুলক ভাবে অবজ্ঞা করেছেন।

দর্শনের ইতিহাস সযত্নে পাঠ করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, চিন্তা-জগতে সারধর্মের একছত্র আধিপত্য চিরকাল বজায় থাকেনি। এর বিরুদ্ধে অস্তিত্বের বিদ্রোহ দেখা যায়। আধুনিক অস্তিবাদ হেগেলের সারধর্মবাদের (essentialism) বিরুদ্ধে অস্তিত্বের মূর্ততার বিদ্রোহকে বোঝায়। আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন সোরেন কিয়েরকেগার্ড। সকল অস্তিবাদী এই বিষয়ে একমত যে, অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী (Existence precedes Essence)। অস্তিবাদ অনুসারে, ব্যক্তি প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং পরে তার সারধর্ম বা প্রকৃতি সে তার অস্তিত্বের মাধ্যমে অর্জন করে। অস্তিত্বকে এইভাবে বৈশিষ্ট্যায়িত করা যেতে পারে— ১. সেটি একটি মূর্ত ঘটনা (Concreteness), ২. বিশেষ কিছু (Perticularity), ৩. সেটি প্রদত্ত (Sheer givenness)। যেমন - ধরা যাক, আমার টেবিলের নীচে একটি রূপার মুদ্রা আছে – জগতের বিশেষ ঘটনা হিসেবে সেটি আছে এবং তার অস্তিত্ব আমার সামনে এমন ভাবে উপস্থিত হয় যে যেটি গ্রহন করা ছাড়া আমার অন্যথায় কোনো উপায় নেই। আমরা তাই অস্তিত্ব বিষয়ে কোনোরকম ইচ্ছাপ্রকাশ করতে পারি না। অর্থাৎ বিশেষপ্রকার বস্তুর অস্তিত্ব নস্যাত হয়ে যাক এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারি না। বরং আমরা যেটা ইচ্ছা করতে পারি সেটা হল – বস্তুটি যেভাবে অস্তিত্বশীল, সেই ভাবে না থেকে অন্যভাবে থাকতে পারে, অর্থাৎ তার আকারটাকে পরিবর্তন করতে পারি। এটাই অস্তিত্ব ও সারধর্মের মধ্যে মূল পার্থক্য। অস্তিত্বশীলতার অর্থই হল – স্বাধীনভাবে ও সক্রিয়ভাবে আমি কি হব তা নির্বাচন করা। অস্তিবাদ তাই সারধর্মের পূর্ববর্তী এবং সকলরকম নিয়ন্ত্রনবাদের বিরোধী।

'অস্তিত্ব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : অস্তিবাদীদের কাছে 'অস্তিত্ব' কথাটি বিশেষ অর্থবহ। তাদের মূল প্রশ্নই হল – 'অস্তিত্ব' বলতে কি বোঝায়? শূন্যতার পরিবর্তে কোনো কিছু আছে কেন? 'অস্তিত্ব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল – থাকা বা to 'exist' অথবা ex-sist (latin ex–sistere), যার অর্থ হল – উদ্ভব হওয়া বা তৈরি হওয়া (emerge or stand out)। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দার্শনিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে – শূন্যের পরিবর্তে বা বিপরীতে কোনো কিছুর উদ্ভব বা উৎপন্ন হওয়াই হল অস্তিত্ব। 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে একটি শিথিল অর্থে ব্যবহার করা হয় – কোথাও থাকা বা কোথাও উদ্ভব হওয়ার অর্থই হল অস্তিত্ব। অস্তিত্ব সম্পর্কে কিয়েরকেগার্ড এর বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র মানব অস্তিত্ব সম্পর্কেই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর কাছে বেঁচে থাকা ও অস্তিত্বশীল হওয়া এক ও অভিন্ন নয়।

হাইডেগারের দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্তিত্বের অর্থ : 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে কেন্দ্র করে যেসকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে দার্শনিক জগতে তাকে উপেক্ষা বা সমাধান করার জন্য তিনি ত্রিমাত্রিক শব্দ (threefold terminology) ব্যবহার করেছেন। জার্মান ডাজাইন (Dasein) শব্দটিকে প্রথাগতভাবে বিভিন্নপ্রকারের অস্তিত্ব নির্দেশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন– অনেক সময় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নির্দেশ করতেও এই ডাসাইন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, হাইডেগার কেবলমাত্র মানুষের অস্তিত্বকে বোঝানোর ক্ষেত্রেই ডাজাইন শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। কঠোর অর্থে ডাজাইন শব্দটি মানুষের সমার্থক বা প্রতিশব্দ নয়। ডাজাইন হল একটি সত্তামূলক শব্দ (ontological term)। এটি সত্তাসম্পৃক্ত যে মানুষ তাকে নির্দেশ করে (It designates man in respect of it's being)। যদি এইধরনের সত্তা মানবজাতির অতিরিক্ত কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও ডাজাইন (Dasein) শব্দের ব্যবহার হতে কোনো বাধা নেই। প্রথাগত শব্দ 'Existentia' – এর অর্থ হল বর্তমানে উপস্থিত (Presence at hand)। এই ধরনের অভিব্যক্তির অর্থ হল – এটি এমন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 114
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1014 - 1021
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিছু যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি জগতে আবির্ভূত হয়। এটা being কে নির্দেশ করে, যা কেবলমাত্র ডাজাইনকে নির্দেশ করে। ডাজাইনের সত্তা নির্ভর করে আছে তার Existence এর ওপর। এবং একথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাইডেগার বলেন – ডাজাইনের সত্তা কোনো ধর্মের (characteristics) দ্বারা গঠিত নয়, বরং being – এর যে বিভিন্ন সম্ভাবনা আছে তার দ্বারা গঠিত হয়। মানুষের being হল সে সেখানে আছে (he is there)। এই বক্তব্যটিই being কে স্পষ্ট করছে। Being there – এটাই হল অস্তিত্বের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।

হাইডেগারের দর্শনের মূল উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি : হাইডেগারের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Being and Time'-এ উনি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, কোনো কিছু থাকা বলতে ঠিক কি বোঝায়। তিনি প্রথমে বিভিন্ন বস্তুর থাকা কি প্রকার সেটা দেখিয়েছেন এবং তার থেকে মানুষের অস্তিত্ব বা থাকা যে ভিন্ন এবং বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের যে সম্পর্ক ও কালিকতার যে সম্পর্ক সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে। হাইডেগার দাবী করেন যে, এতদিন প্রাচীনকালের দার্শনিকগন মানুষকে (Human being) ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের ধারনা স্পষ্ট বিশ্লেষণ করাই ছিল ওনার মূল উদ্দেশ্য। তাই কেউ যদি তার নিজের সত্তা বুঝতে চান তার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থরূপে কাজ করবে। মানুষকে শুধুমাত্র বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে অ্যারিস্টটলের সময় থেকে দেখে আসা হচ্ছে। মানুষের বুদ্ধি আছে, সে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারেন, নিজের বিশ্বাস ও ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে কিছু কাজ করতে পারে।

কিন্তু হাইডেগার বলেন মানুষের সত্তা সম্পর্কে এরকম ভ্রান্ত ব্যাখ্যা জন্ম হয়েছে প্লেটোর তত্ত্ব প্রনয়ন করার আকাঙ্ক্ষা থেকে।

> "The traditional misunderstanding of human being starts with Plato's fascination with theory."[১]

জগতকে সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানা যায়, জগত সম্পর্কিত কয়েকটি নীতির দ্বারা যেগুলি জগতের অভ্যন্তরে নিহিত। কিন্তু প্লেটো এবং আমাদের পূর্বতন দার্শনিক ধারা যেটি ভুল ভেবেছিলেন সেটি হল একজন ব্যক্তির কাছে সব বিষয়ে তত্ত্ব বা মতবাদ থাকতে পারে এমনকি মানুষ ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত জগত সম্পর্কে। আপাতভাবে মনে হতে পারে হাইডেগার তত্ত্বের বা কোনোপ্রকার মতবাদ গঠনের বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনো মতবাদের বিরুদ্ধে নয়। তিনি মনে করেন তত্ত্বপ্রনয়ন একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু সীমিতভাবে। আসলে কোন শর্তাবলী যে তত্ত্বপ্রণয়ন সম্ভব করে এই বিষয়ে কোনো তত্ব নেই।

> "Basically he seeks to show that one cannot have a theory of what makes theory possible."[২]

তার এই ধরনের আক্রমন দর্শনের জগতে প্লেটো থেকে শুরু করে দেকার্ত, সেখান থেকে কান্ট এমনকি তার নিজের গুরু হুসার্লের কাজকেও প্রশ্নের মুখে নিয়ে আসে। হাইডেগার হুসার্লের শিষ্য হয়েও তার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। পদ্ধতিগত দিক থেকে ভিন্নতা লক্ষণীয়। হাইডেগার Hermeneutic-কে পদ্ধতি রূপে ব্যবহার করেন। বিপরীতে হুসার্লের পদ্ধতি ছিল Trascendental। হুসার্লের দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল চেতনার আভিমুখ্যতা। মানুষের মন সর্বদা বস্তু অভিমুখে ধাবিত হয় এবং আমাদের সকল মানসিক অবস্থা সেই সকল বস্তুকে তুলে ধরে। তিনি মানুষকে একজন চেতন (যার আভিমুখ্যতা আছে, যেখান থেকে অর্থপ্রদান করা হয় সকল কিছুর) সত্তা হিসেবে দেখেন। তিনি বলেন এই মানসিক বিষয়গুলিই ব্যক্তির সকল বোধগম্যতার সহায়ক হয়। হাইডেগার বিপরীতদিকে বলেন তার প্রতিভাসবিজ্ঞানে মনহীন একটি গ্রহন করার দক্ষতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় যা সকল বোধগম্যতার সহায়ক।

> "At the foundation of Heidegger's new approach is a phenomenology of 'mindless' everyday coping skills as the basis of all intelligibility."[৩]

দেকার্ত থেকে শুরু করে সকল দার্শনিক যে সমস্যা নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করেছেন সেটি মূলত একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন সেটি হল – আমাদের মনের ধারনাগুলি কিভাবে বাহ্যজগত বিষয়ে সত্য হয়। হাইডেগার দেখান এইধরনের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 114
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1014 - 1021
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় – বিষয়ী দ্বৈততা একটি পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে যা গ্রহন করে সেটি হল একটি প্রেক্ষাপট ব্যবহারিক জীবনের যেখানে আমরা এই বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। আমাদের Being এর বোধই হল প্রাথমিক বোধ, যা অন্যান্য বস্তু বিষয়ক বোধকে সম্ভব করে তোলে। তিনি দাবী করছেন যে তার গ্রন্থে মূলত তিনি সত্তাতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করছেন। সত্তার বোধের স্বরূপ অনুধাবন করাই তার লক্ষ্য, যে বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। Being আমাদের কোনো মানসিক অবস্থা বা প্রতিচ্ছবি নয় বরং আমরা স্বরূপতই তাই।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই কার্তেজিয়ান মতবাদ থেকে তার দর্শন আলাদা কোনজায়গায়। কার্তেজিয়ান ধারায় দার্শনিক প্রশ্নটি ছিল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন সেটি হল – জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধবিষয়ক। কিন্তু হাইডেগারের প্রশ্নটি একটি সত্তাতাত্ত্বিক প্রশ্ন – আমরা কি ধরনের সত্তা এবং আমাদের সত্তা কিভাবে জগতের বোধগম্যতার সঙ্গে যুক্ত। কিয়েরকেগার্ড বলেন, দেকার্ত এর বিখ্যাত উক্তির পরিবর্তন হয় এক্ষেত্রে –

“I am therefore I think.”

হাইডেগারের Hermeneutic Phenomenology-তে দুটি বিষয়কেই সমালোচনা করেছেন – ১. প্লেটোর বিখ্যাত পূর্বস্বীকৃতি যে মানুষের সকল কার্যকলাপকেই তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, এবং ২. কার্তেজিয়ান ধারার চেতন কর্তার ধারনা।

হুসার্ল অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব অহং-এর (Transcendental ego) কথা বলেছেন। কিন্তু হাইডেগার বলেন অহং বলে কিছু নেই, আছে কেবল জগতে মধ্যে সত্তা। জগৎ বন্ধনীভুক্ত হলে তা ব্যক্তিসত্তা গঠনে অপারগ, তাই জগৎ আমাদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হুসার্ল মনে করেন যে অহং জগৎ গঠন করে, কিন্তু হাইডেগার মনে করেন এমন ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। হাইডেগার ক্রমশ তার দর্শনে চিৎউপাত্তবাদী পদ্ধতি অতিক্রম করে অস্তিবাদী চিৎউপাত্তবাদ গড়ে তোলেন।

যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সঙ্গে মৃত্যু ও কালিকতার ধারণার সম্বন্ধ নিরূপণ :

আমার পত্রিকার মূল আলোচ্য বিষয় হল – হাইডেগার অস্তিত্বের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন – যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব, এই ধারণাগুলির অর্থ স্পষ্টীকরণ এবং এই ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত তার যে মৃত্যু ও কালিকতার ধারণা তার স্বরূপ নিরূপণ করার চেষ্টা করব। এই আলোচনাটি শুরু করতে গেলে তার দর্শনের সমস্যা কি? এবং ডাজাইনের যে তিনটি অস্তিত্বমূলক কাঠামো (Esistential structure) আছে, তার আলোচনা পূর্বে করা প্রয়োজন তা হল – ১. সম্ভাবনা (Existenz), ২. বাস্তবাবস্থা (Facticity), ৩. পতিতাবস্থা (Fallenness)।

১। সম্ভাবনা (Existenz) : ‘Being and Time’ গ্রন্থে হাইডেগার বলেছেন অনন্ত সম্ভাবনাই ডাজাইনের সারধর্ম গঠন করে। তার মতে মানুষ সবসময়ই নিজের থেকে এগিয়ে, তার সত্তায় অপূর্ণ। এখনও যা নয় তার সামনে সে দাঁড়িয়ে, সে সম্ভাবনাকে অভিক্ষেপ করে। যেহেতু প্রতিক্ষেত্রে ডাজাইন তার নিজস্ব সম্ভাবনা, সেহেতু সে যথার্থ মনোনয়ন করে নিজেকে যথার্থ করে তুলতে পারে, অথবা যথার্থ মনোনয়ন না করে নিজেকে অযথার্থ হয়ে উঠতে পারে, নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে। হাইডেগার এভাবে যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ডাজাইনের সর্বদাই সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সম্ভাবনা মানুষে মানুষে ভিন্ন হতে পারে। প্রথম কাঠামো সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্টাইনার বলেছেন, সম্ভাবনা হল – “সম্ভাবনাসমূহের অভিক্ষেপ”। বোধের সাহায্যেই একমাত্র সম্ভাবনার অভিক্ষেপ হয়। ‘Being and Time’ গ্রন্থে হাইডেগার বলেন, -

> “Dasein always understands in terms of its Existenz in terms of a possibility of itself to be itself or not itself. Dasein has either chosen these possibilities itself or got itself into them or grown up in them already. Only the particular Dasein decides its Existenz, whether it does so.”[8]

২। বাস্তবাবস্থা (Facticity) : ডাজাইন নিজেকে জগতের মধ্যে দেখতে পায়। ডাজাইন কোনো এক বিশেষ জগতে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ সময়ে বাস করে। তার একটা স্থিতিকাল আছে। হাইডেগার বলেছেন যে, বিশেষ জগতে আমাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি না দিয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্বকে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতি দিতে পারিনা। অহং – এর স্বতঃপ্রামান্য এবং জগতের সন্দেহজনক অস্তিত্বের কার্টেজিয় তত্ত্বকে তিনি যেমন স্বীকার করেননি, তেমনি জগতকে বন্ধনীভুক্ত করা হুসার্লীয় প্রক্রিয়াকেও তিনি গ্রহন করেননি। এই বাস্তবাবস্থা কোনো সম্ভাবনা নয়, কেননা ডাজাইন তা মনোনয়ন বা নির্বাচন করার সুযোগ পায়নি। ডাজাইন বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায়। নিজেকে এক বিশেষ জগতে পাওয়াকে হাইডেগার বলেছেন – 'Thrownness'। হাইডেগার বলেন, সমগ্র অতীত আমার বাস্তবাবস্থা, বিশেষ দেহটাও আমার বাস্তবাবস্থা। কিন্তু আমি এই দেহটাকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মাতে পারি, কিন্তু আমি সেই অবস্থা থেকে উন্নত জীবনযাপন করতে পারি বা তার থেকে নিম্নতর জীবনযাপন করতে পারি। আমার বাস্তবাবস্থা সর্বদাই আমার কাছে প্রদত্ত বা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ঐ অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমার পরিকল্পনা ও মনোভাব অ–নিয়ন্ত্রিত। বাস্তবাবস্থা নির্দেশ করে অস্তিত্বে সীমিতকরণ উপাদানকে। সসীমতাকে বর্ণনা করার মৌল উপায় হল বাস্তবাবস্থা। বস্তুত, বাস্তবাবস্থা হল সম্ভাবনার বিপরীত।

৩। পতিতাবস্থা (Fallenness) : ডাজাইনের তৃতীয় কাঠামো হল পতিতাবস্থা। পতিতাবস্থা বলতে বোঝায়, 'নিজ সত্তা থেকে পতিত হওয়া'। সত্তা থেকে পতিত হওয়া বলতে বোঝায় সত্তাসম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করার ব্যর্থতা, বিশেষ করে নিজের সত্তাসম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করার ব্যর্থতা বা অক্ষমতা। হাইডেগার বলেছেন – যদিও ডাজাইনের অন্যতম অস্তিত্বমূলক কাঠামো সম্ভাবনা, তা সত্ত্বেও এটা সম্ভব যে, ডাজাইন তার নানাপ্রকার সভাবনাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হতে পারে। বস্তুত, পতিতাবস্থা হল নিজের সম্ভাবনাসমূহকে অবহেলা করার প্রবণতা। মানুষ কদাচিৎ তার সম্ভাবনাকে ধরতে পারে। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সাধারন সমস্যা ও কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, সে তার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবার সময়ই পায় না। সম্ভাবনার প্রতি এই অবহেলাই পতিতাবস্থা এবং এটাই অযথার্থ অস্তিত্বের মূল কারণ। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে জনতা থেকে আলাদা করতে পারি না। নৈর্ব্যক্তিক জনতাকে হাইডেগার বলেছেন দাসম্যান (Dasmann)। নিজের সম্ভাবনাগুলিকে জনতা থেকে স্বতন্ত্র করে উপলব্ধি করার অক্ষমতা বা ব্যর্থতাই হল পতিতাবস্থা। 'Being and Time' গ্রন্থে হাইডেগার বলেন, -

> "Everyone is the other and no one is himself. Das Mann which supplies the answer to the question of the "who" or everyday Dasein has already surrendered itself in being-among-one- another."[৫]

অস্তিত্বের শ্রেণী বিভাগ : হাইডেগার যথার্থ ও অযথার্থ এইরূপে অস্তিত্বের দ্বিবিধ বিভাগ করেছেন। আমার পূর্বতন আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখলাম যে, হাইডেগারের অস্তিত্বের কাঠামোগুলির সঙ্গে তার এই যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব কীভাবে সম্পর্কিত বা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংক্ষেপে নীচে যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব বলতে কি বুঝেছেন, তার আলোচনা করা হল।

যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব : মানুষের সম্ভাবনাসমূহের মধ্যে দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দুটির অধীনে অন্য সব সম্ভাবনাকেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই দুটি সম্ভাবনা হল যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সম্ভাবনা। সভাবনা, বাস্তবাবস্থা, পতিতাবস্থার সত্তা বিজ্ঞানসম্মত স্বীকৃতির ওপর যথার্থ অস্তিত্ব নির্ভর করে। অযথার্থ অস্তিত্ব সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে পতিতাবস্থায় বাস করে। যেহেতু প্রতিটা ক্ষেত্রে ডাজাইন অনিবার্যভাবে তার নিজস্ব সম্ভাবনা, সেহেতু সে যথার্থ মনোনয়ন করে নিজে যথার্থ হতে পারে, নিজেকে জয় করতে পারে। অথবা অযথার্থ মনোনয়ন করে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে। মানুষের জগত – মধ্যে সত্তা এবং জগত পরিবৃত সত্তার মধ্যে পার্থক্য করেছেন হাইডেগার। মানুষ আবশ্যিকভাবে জগতে উপস্থিত। এই জগত থেকে মানুষ নিজেকে সরিয়ে এমন কোনো সত্তার স্বয়ং সম্পূর্ণ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেনা, যা বিশুদ্ধভাবে তার নিজেরই। অবশ্য এর জন্য এই জগতেই তার নিজেকে হারিয়ে ফেলে স্থূল ভৌত বিষয়সমূহের মধ্যে

ডুবে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। ভৌত বিষয়সমূহ আক্ষরিক অর্থেই জগতের মধ্যে আছে। এগুলি দেশগত সত্তা। কিন্তু মানুষ আক্ষরিক অর্থে জগতের মধ্যে নেই। জগত মধ্যে সত্তা জগতের কাছে নিছক উপস্থিতি।

বিপরীতে জগত পরিবৃত সত্তা হল পতিতাবস্থা বা অযথার্থ অস্তিত্ব। অযথার্থ পতিতাবস্থা নিজের সম্ভাবনাসমূহকে ধরতে অস্বীকার করে। এই স্তরে দৈনন্দিনতাই জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সে হয়ে পড়ে দাসম্যান। যা যথার্থ অস্তিত্বের শত্রু। অযথার্থ অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কোন কাজই ডাসাইনের নিজস্ব নয়। এই স্তরে মানুষ নিজেকে জনতা থেকে আলাদা করতে পারে না। এইধরনের অস্তিত্ব আসল অস্তিত্ব নয়। অযথার্থ অস্তিত্ব বা জগত পরিবৃত সত্তার দুটি প্রান্ত আছে – বিষয়ীগত ও বিষয়গত। পতিত হওয়ার অবস্থায় একপ্রকার মিথ্যা বা ছদ্ম-বিষয়ীগততা (Pseudo–Subjectivity) থাকে। যা ব্যক্তি-চেতনাকে চালিত করে। ব্যক্তি নিরন্তর এমন কিছু নির্দেশ মেনে কাজ করে যা সনাক্তকরণের অযোগ্য (Unidentifiable)। পতিত হওয়ার বিষয়গত প্রান্তটি হল – মানুষের তৈরি জগত, প্রযুক্তির দ্বারা পরিবর্তিত জগত। এই জগতে বস্তুসমূহ প্রায় পুরোপুরি সাধারণের বা জনতার সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র বা উপায়রূপে অস্তিত্বশীল।

হাইডেগার যথার্থ অস্তিত্ব ও অযথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে অভিনব যে দুটি ধারনার অন্তর্ভুক্তি ঘটায় সেগুলি হল – মৃত্যুর ধারনা ও কালিকতার ধারনা। তিনি বলেছেন, জগত সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে যে বিষয়টি অনিবার্যভাবে চিন্তা করা উচিত তা হল জগতের সব কিছুই পরস্পর থেকে ভিন্ন, বিশেষভাবে ডাজাইন থেকে ভিন্ন। জগতকে আমরা যেভাবেই বর্ণনা করি না কেন, আমাদের বর্ণনার মধ্যে নঞর্থক কিছু থেকেই যায়। এ জগতে আমরা অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে অনস্তিত্বের ধারনা পাই। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অনস্তিত্বের ধারনাটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তা হল আমরা মরণশীল। আমরা যে একসময় অস্তিত্বশীল থাকব না – এই উপলব্ধিই এক অকৃত্রিম সত্য। তার মতে, অস্তিত্বহীনতার উপলব্ধিই যথার্থ অস্তিত্বের পথে প্রথম পদক্ষেপ। 'Being and Time' গ্রন্থে তিনি বলেন – যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষ হল সেইই যে নিজের সসীমত্বকে স্বীকার করে এবং সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যু নামক তথ্যের মুখোমুখি হয়ে দৈনন্দিন অস্তিত্বের অকিঞ্চিৎকর বা অর্থহীনতা থেকে মুক্তি পায়। এই প্রসঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাক।

মৃত্যু (Death) : প্রত্যেক ব্যক্তির সত্তা হল মৃত্যুমুখী সত্তা (Being towards Death)। প্রত্যেক ব্যক্তি এই ঘটনাটির সঙ্গে পরিচিত। যদিও প্রকৃতই মৃত্যু সংঘটনের তারিখটি নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবুও এটি নিশ্চিত সম্ভাবনারূপে বর্তমানে উপস্থিত। সকল সম্ভাবনার থেকে মৃত্যুরূপ সম্ভাবনাটি সবচেয়ে নিশ্চিত। আমার অস্তিত্বটি সসীম অস্তিত্ব এবং যেকোন মুহূর্তে এটি অনস্তিত্বে মিলিয়ে যেতে পারে। প্রথমত, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যু হল মানুষের অস্তিত্বের সকল সম্ভাবনার মধ্যে চরম সম্ভাবনা (Supreme Possibility)। অবশিষ্ট সকল সম্ভাবনা তার অধীন। সম্ভাবনাগুলিকে উচ্চনীচ স্তরভেদে সাজাতে গেলে উচ্চস্থানে মৃত্যু রয়েছে। স্পষ্টত অন্যান্য সম্ভাবনার থেকে মৃত্যুর স্বরূপটি ভিন্ন। হাইডেগার মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন –

"Death is the possibility of the impossibility of any existence at all."

তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, হাইডেগার মৃত্যুকে সম্ভাবনারূপে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে আত্মহত্যা করাকে যথার্থ অস্তিত্ব বলেছেন। হাইডেগারকে এইভাবে বোঝাটা ভুল বা অপব্যাখ্যা করা হবে। হাইডেগার সেই অর্থে মৃত্যুকে সম্ভাবনা বলেননি। ব্যক্তিসত্তার বিশিষ্টতা রচনাকারী অনিবার্য মৃত্যু ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার কাছে দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ, সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় – সবই অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য বলে প্রমানিত হয়। এটা স্বাভাবিক যে, মৃত্যুর সম্মুখীন হতে ভীতি জন্মাতে পারে। কিন্তু এটা সেই ভ্রান্ত ধারনা পোষণ থেকে ভিন্ন যে, মৃত্যু হল অসৎ কিছু, মৃত্যু সম্পর্কে যে ধারণা ভুলিয়ে দেয়। মৃত্যু হল মানুষের সসীমত্বের মহৎ চিহ্ন। এবং হাইডেগার বলেন, যে মানুষ তার মৃত্যুমুখী সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার যে সকল সম্ভাবনা আছে সেগুলিকে বাস্তবায়ন করে, সেই যথার্থ মানুষ।

কালিকতা (Temporality) **:** মানুষের সসীমত্বের প্রকাশ ঘটে কালিকতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্য দিয়েও। এই অনিত্যতার ধারনা ছাড়া এই জগত সম্পর্কে মানুষের কোনো উদ্বেগই থাকত না। আমরা আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

তিনটি ভিন্ন উপায়ে সচেতন। প্রথমত, আমরা আমাদের অতীতের ঘটনা যেমন আমাদের জন্ম, পিতা–মাতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন, দ্বিতীয়ত, বর্তমান মুহূর্ত অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষ করছি বর্তমানে সেই সম্পর্কে সচেতন, আর তৃতীয়ত, আমাদের সম্ভাবনা, অর্থাৎ যা পূর্ণ করার জন্য আমরা কাজ করি, সেই সম্পর্কে সচেতন। সাধারন মানুষ, পতিত বা অযথার্থ মানুষ। সে শুধুমাত্র বর্তমান কালকে নিয়েই মগ্ন থাকে। অতীত তার কাছে আকর্ষণীয় নয়, আর ভবিষ্যৎ হল তা যা ঘটবে। কিন্তু একজন যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষের কাছে বর্তমান হল অতীত ও ভবিষ্যতের সমন্বয়, কেননা সে জানে সে কি ছিল, এবং কি হবার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই আত্মজ্ঞানকে হাইডেগার বলেছেন বিবেক। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - অনিত্যতার এই তিন মুহূর্তের আলোকেই মানুষের অস্তিত্বকে বুঝতে হবে। ডাজাইন কালিকতা গঠন করে বা কালিকতা হল ডাজাইন। তিনি বলেন, সকল জগত মধ্যে সত্তার কালিকতা হিসেবে ডাজাইনে গ্রথিত। কালিকতা অনিবার্যভাবে ভাবাবেশকর। ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান হল কালিকতার ভাবাবেশকর মুহূর্ত। এবং ভবিষ্যৎ-ই মুখ্য মুহূর্ত। অস্তিত্ব যেহেতু মৃত্যুর প্রতি সত্তা তাই বাস্তব ভবিষ্যৎ নিজেকে সসীম হিসেবেই প্রকাশ করে। কালিকতার মানচিত্রে ডাজাইনকে বুঝলে বলতে হবে, এটা হল ভবিষ্যতের দিকে অভিক্ষেপ এবং কালের ঐক্যের ভিত্তিতেই তাকে বুঝতে হবে।

উপসংহার : হাইডেগারের অস্তিবাদ আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে তাঁর দর্শনের সার বক্তব্য নিহিত হয়ে আছে তার সত্তা বা ডাজাইনের আলোচনার মধ্যে। কারণ হাইডেগারের দর্শন মূলত সত্তাতাত্ত্বিক দর্শন এবং তার কাছে দর্শনের মূল সমস্যা হল সত্তার সমস্যা। তাই তিনি সত্তার সমস্যাটিকে সুত্রায়িত করতে চেয়েছেন। সত্তা বা ডাজাইনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জগত-মধ্যে-সত্তা। ফলত জগতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে তাঁর দর্শনে। এখানেই চিরাচরিত দার্শনিকদের সঙ্গে এবং দেকার্ত ও হুসার্ল – এর দর্শনের সঙ্গে তার পার্থক্য লক্ষণীয়। হাইডেগার বলেন আমরা জগতের যে-কোন বস্তুর অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু আমরা জগতকে সন্দেহ বা বন্ধনীভুক্ত করতে পারি না। জগত ও সত্তা স্বতন্ত্র নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। হাইডেগার ডাজাইন থেকে আলাদা করে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই ডাজাইনের তিনটি মূল ক্রিয়ার কথা বলেছেন – সম্ভাবনা, বাস্তবাবস্থা, পতিতাবস্থা। নিজের সম্ভাবনাকে বুঝে নিজের অবস্থার উন্নতিসাধন হল যথার্থ অস্তিত্ব, অন্যদিকে নিজের সম্ভাবনাকে না বুঝে তার বাস্তবায়ন না ঘটানোই হল অযথার্থ অস্তিত্ব। এই যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সঙ্গে তার মৃত্যু ও কালিকতার ধারণাটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কালিকতা হল ডাজাইনের একটি অন্যতম কাঠামো। যথার্থ সত্তার অনুসন্ধান করতে গেলে কালের অনুসন্ধান করতে হবে। মানুষ যতক্ষণ কালে থাকে কালই তার চরম দিগন্ত, তাই তার নিজের স্বার্থে কালের সন্ধান প্রয়োজন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কাল। এর মধ্যে তিনি ভবিষ্যতকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কারন যথার্থ অস্তিত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কালের গুরুত্ব অপরিসীম। কালের শেষ আছে, কালের শেষ হয় মৃত্যুতে, তাই কাল সসীম। মানুষের অস্তিত্ব হল মৃত্যুমুখী সত্তা। মৃত্যু হাইডেগারের কাছে চরম সম্ভাবনা যার বাস্তবায়ন হবে নিশ্চিত কিন্তু কবে হবে সেই বিষয়ে অনিশ্চিত। যিনি মৃত্যুকে চরম সম্ভাবনারূপে উপলব্ধি করেন এবং জানেন আমাদের এই অস্তিত্ব মৃত্যুকালেই শেষ তিনি যথার্থরূপে অস্তিত্ববান। অপরদিকে যিনি মৃত্যুকে চরম সম্ভাবনারূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম, সর্বদা মৃত্যু থেকে ভয় পান ও পলায়ন করেন তার অস্তিত্ব অযথার্থ অস্তিত্ব। এইভাবে হাইডেগারের দর্শনে কালিকতা ও মৃত্যুর ধারণা এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে, তা চরম মাত্রায় বাস্তব। মৃত্যু এক চরম বাস্তব। অন্যদিকে কালে আমরা জীবনযাপন করিনা, কাল আমাদের থেকে বহির্ভূত কোন সত্তা নয়। কালই আমাদের যাপন। কালের বাইরে ডাজাইনের কোনো অর্থ নেই। ডাজাইন যেমন জগত-মধ্যে সত্তা তেমনি কাল-মধ্যে সত্তা।

Reference:

১. Hubert L. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. 1995, 1

২. Hubert L. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. 1995, 1

৩. Hubert L. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. 1995, 3

৪. Heidegger Martin, Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Blackwell publishers (UK), 1967, P. 33

৫. Heidegger Martin, Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Blackwell publishers (UK), 1967, P. 165

Bibliography:

Dreyfus, Hubert L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. MTT Press, Cambridge, 1995

Bhadra, Mrinalkanti. A Critical Survey of Phenomenology and Existentialism. Indian council of philosophical research in associated with attifiated publishers, new delhi, 1990

Heidegger, Martin. Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Blackwell publishers (UK), 1967

সরকার, স্বপ্না. অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩

Hannah Arendt, The Life of the Mind, 2 volumes (New York: Harcourt Brace Jovanovitch, 1977

Jeffrey Andrew Barash, Martin Heidegger and the Problem of Historical Meaning (Dordrecht: Nijhoff, 1985